পারিবেন।

(জ) বিলুপ্ত কলেজে প্রেষণে কর্মরত সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী, যদি থাকে, সরকার কর্তৃক পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরীতে বদলী হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন; এবং

(ঝ) দফা (ছ) এর অধীন ন্যস্তকৃত কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরীতে নিয়োজিত না থাকার ইচ্ছা ব্যক্ত করিয়া যদি এই আইন কার্যকর হইবার ৩ (তিন) মাসের মধ্যে সরকারের নিকট লিখিত আবেদন করেন কিংবা নিয়োজিত হইবার অযোগ্য হন, তাহা হইলে তিনি বিলুপ্ত কলেজের চাকুরীর শর্তাধীনে যে সব আর্থিক সুবিধা প্রাপ্য হইতেন সেইসব সুবিধাদি গ্রহণ করিয়া সরকার কর্তৃক নির্ধারিত তারিখে চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন কিংবা ড়োত্রমত অব্যাহতি পাইবেন।

অসুবিধা দূরীকরণ

৬০। বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যাবলী সম্পাদনের ড়োত্রে অথবা উহার কোন কর্তৃপড়োর প্রথম বৈঠকের ব্যাপারে বা এই আইনের বিধানাবলী প্রথম কার্যকর করার বিষয়ে কোন অসুবিধা দেখা দিলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল কর্তৃপড়া গঠিত হইবার পূর্বে যে কোন সময়ে উক্ত অসুবিধা দূরীকরণের জন্য সমীচীন বা প্রয়োজনীয় বলিয়া চ্যান্সেলরের নিকট প্রতীয়মান হইলে তিনি আদেশ দ্বারা এই আইন এবং সংবিধির সঙ্গে যতদূর সম্ভব সঙ্গতি রড়া করিয়া যে কোন পদে নিয়োগদান বা অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং এই প্রকার প্রত্যেকটি আদেশ এইরূপে কার্যকর হইবে যেন উক্ত নিয়োগদান ও ব্যবস্থা গ্রহণ এই আইনের বিধান অনুসারে করা হইয়াছে।

তফসিল

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সংবিধি

[ধারা ৩৭(২) দ্রষ্টব্য]

সংজ্ঞা

১। বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই সংবিধিতে-

(ক) "আইন" অর্থ সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০০৬;

(খ) "কলেজ" অর্থ সিলেট সরকারী ভেটেরিনারি কলেজ;

(গ) "একাডেমিক কমিটি" অর্থ সংবিধির অনুচ্ছেদ ৪(৩) অনুযায়ী গঠিত একাডেমিক কমিটি; এবং

(ঘ) "পস্যানিং কমিটি" অর্থ সংবিধির অনুচ্ছেদ ৪(৪) অনুযায়ী পস্যানিং কমিটি।

Copyright @ Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.

অনুষদ

২। (১) কোন অনুষদ উহার ডীন এবং অনুষদভুক্ত বিভাগসমূহের সকল শিক্ষক সমন্বয়ে গঠিত হইবে।

(২) প্রত্যেক অনুষদের একটি নির্বাহী কমিটি থাকিবে, যাহা নিম্নবর্ণিত সদস্যগণ সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথাঃ-

(ক) ডীন, যিনি ইহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) অনুষদভুক্ত বিভাগসমূহের চেয়ারম্যান;

(গ) অনুষদের দশজন অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপক, যাহারা ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক পালাক্রমে মনোনীত হইবেন;

(ঘ) অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যানগণ ব্যতীত অনুষদের বিভিন্ন বিষয়ের পাঁচজন শিক্ষক, যাহারা একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত হইবেন;

(ঙ) অনুষদের বিষয় নহে অথচ একাডেমিক কাউন্সিলের মতে অনুষদের বিষয়ের সহিত গুরুত্বপূর্ণভাবে সম্পর্কযুক্ত এমন বিষয়ে অনধিক তিনজন শিক্ষক, যাঁহারা একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত হইবেন; এবং

(চ) অনুষদের এক বা একাধিক বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন তিনজন ব্যক্তি, যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন চাকুরীতে নিয়োজিত নহেন এবং একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত হইবেন।

(৩) নির্বাহী কমিটিতে মনোনীত সদস্যগণ তাঁহাদের নিয়োগের তারিখ হইতে ২ (দুই) বৎসর মেয়াদের জন্য সদস্য পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

(৪) এই আইনের বিধান সাপেক্ষে, প্রত্যেক অনুষদের নিম্নবর্ণিত ড় গমতা থাকিবে-

(ক) অনুষদের জন্য পাঠ্যসূচী, পাঠ্যক্রম ও অধ্যায়নের বিষয় নির্দিষ্ট করা;

(খ) প্রত্যেক পাঠ্যসূচী ও পাঠ্যক্রমের জন্য নম্বর ধার্য করা এবং এতদুদ্দেশ্যে পাঠ্যক্রম কমিটি গঠন করা;

(গ) বিষয়সমূহের পরীক্ষার যাবতীয় কার্যাদি পরিচালনার জন্য পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের নিকট পরীক্ষাকের নাম সুপারিশ করা;

(ঘ) ডিগ্রী, স্নাতকোত্তর, ডিপেস্নামা, সার্টিফিকেট এবং অন্যান্য সম্মান প্রদানের শর্তাবলী নির্ধারণের জন্য একাডেমিক কাউন্সিলের নিকট সুপারিশ করা;

Copyright @ Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.

(ঙ) বিভাগসমূহের শিক্ষক ও গবেষক পদ সৃষ্টির জন্য একাডেমিক কাউন্সিলের নিকট সুপারিশ করা; এবং

(চ) একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক উহার নিকট প্রেরিত অন্যান্য বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

পাঠক্রম কমিটি

৩। (১) প্রত্যেক বিভাগে একটি পাঠ্যক্রম কমিটি গঠিত হইবে, যাহা নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথাঃ-

(ক) বিভাগীয় চেয়ারম্যান, যিনি ইহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) বিভাগের সকল শিক্ষক;

(গ) ডীন কর্তৃক মনোনীত অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সংশিস্নষ্ট বিষয়ে বা উহার সহিত সম্পর্কযুক্ত বিষয়ের দুইজন শিক্ষক; এবং

(ঘ) সংশিস্নষ্ট বিষয়ে বা উহার সহিত সম্পর্কযুক্ত বিষয়ে দুইজন বিশেষজ্ঞ সদস্য, যাহাদের মধ্যে একজন সংশিস্নষ্ট বিষয়ের গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সহিত এবং অন্যজন সংশিস্নষ্ট বিষয়ে বাণিজ্য বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের সহিত সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত হইবেন এবং উভয় সদস্যই একাডেমিক কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত হইবেন।

(২) পাঠ্যক্রম কমিটি পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করিবে এবং অনুষদ, একাডেমিক কাউন্সিল ও বিশ্ববিদ্যালয় বিধান দ্বারা অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিবে।

(৩) বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন বিষয় বিভাগ না থাকিলে, সংশিস্নষ্ট অনুষদের ডীন এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডীন কর্তৃক মনোনীত উক্ত বিষয়ের পাঁচজন শিক্ষক সমন্বয়ে পাঠ্যক্রম কমিটি গঠিত হইবে।

(৪) কমিটিতে মনোনীত সদস্যগণ তাঁহাদের নিয়োগের তারিখ হইতে এক বৎসর মেয়াদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

(৫) পাঠ্যক্রম কমিটির নিম্নবর্ণিত ক্ষমতা ও দায়িত্ব থাকিবে, যথাঃ-

(ক) বিভাগীয় পর্যায়ে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যক্রম নির্ধারণে একাডেমিক কাউন্সিলকে পরামর্শ প্রদান;

(খ) অনুমোদিত শিক্ষাক্রম অনুযায়ী পাঠ তালিকা প্রণয়ন;

(গ) বিভিন্ন শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় ছাত্রদের তত্ত্বাবধায়ক কমিটি গঠন ও গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগের জন্য একাডেমিক কাউন্সিলের নিকট সুপারিশ;

Copyright © Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.

(ঘ) বিভাগীয় ছাত্রদের গবেষণা, থিসিস ও অন্যান্য পরীক্ষার পরীক্ষকদের নাম একাডেমিক কাউন্সিলের নিকট সুপারিশ; এবং

(ঙ) সিন্ডিকেট বা একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

বিভাগ

৪। (১) প্রত্যেক বিভাগ সংশিস্নষ্ট বিভাগীয় চেয়ারম্যানের সাধারণ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইবে এবং চেয়ারম্যান বিভাগের দৈনন্দিন কার্যাদি সম্পাদন করিবেন।

(২) বিভাগের নীতি নির্ধারণ সম্পর্কিত বিষয়াদি একাডেমিক কমিটি এবং পস্ন্যানিং কমিটির আওতাভুক্ত থাকিবে।

(৩) বিভাগের সকল শিক্ষক সমন্বয়ে একাডেমিক কমিটি গঠিত হইবে এবং উক্ত কমিটি নিম্নবর্ণিত কার্যাদি সম্পাদন করিবে, যথাঃ-

(ক) ছাত্র ভর্তি;

(খ) পাঠ্যসূচী প্রণয়ন;

(গ) পরীক্ষা গ্রহণ;

(ঘ) শিক্ষাদান; এবং

(ঙ) ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা-সহায়ক কার্যাবলী।

(৪) বিভাগের মোট শিক্ষক সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ শিক্ষক সমন্বয়ে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে বিভাগীয় পস্ন্যানিং কমিটি গঠিত হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত কমিটির সদস্য সংখ্যা অন্যূন তিনজন হইতে হইবে।

(৫) পস্ন্যানিং কমিটি বিভাগের সম্প্রসারণ এবং শিক্ষক, অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ সংক্রান্ত সকল প্রস্তাব একাডেমিক কাউন্সিলের নিকট প্রেরণসহ অধ্যাদেশে নির্ধারিত অন্যান্য কার্য সম্পাদন করিবে।

এডভান্সড স্টাডিজ বোর্ড

৫। (১) এডভান্সড স্টাডিজ বোর্ড নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথাঃ-

(ক) ভাইস-চ্যান্সেলর, যিনি ইহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) ট্রেজারার;

(গ) অনুষদসমূহের ডীন;

(ঘ) একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত দশজন অধ্যাপক;

(ঙ) ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক পালাক্রমে নিযুক্ত সাতজন বিভাগীয় চেয়ারম্যান; এবং

(চ) অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এডভান্সড স্টাডিজ বোর্ড কর্তৃক

Copyright @ Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.

কো-অপ্টকৃত তিনজন অধ্যাপক।

(২) রেজিস্ট্রার এডভান্সড স্টাডিজ বোর্ডের সচিব হইবেন।

(৩) এডভান্সড স্টাডিজ বোর্ডের মনোনীত ও কো-অপ্টকৃত সদস্যগণ তাহাদের নিয়োগের তারিখ হইতে দুই বৎসরের জন্য সদস্য পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

(৪) এডভান্সড স্টাডিজ বোর্ড-

(ক) স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষাদান ও গবেষণার ব্যাপারে একাডেমিক বিষয়াবলী সম্পর্কে ভাইস-চ্যান্সেলর, সিন্ডিকেট ও একাডেমিক কাউন্সিলকে পরামর্শ দান করিবে;

(খ) বিভিন্ন একাডেমিক ও গবেষণা প্রকল্পের অনুমোদন এবং সকল মঞ্জুরী, পুরস্কার ও ফেলোশীপ প্রদানের ব্যাপারে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ করিবে;

(গ) বিভিন্ন বিভাগের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত গবেষণার অগ্রগতি পর্যালোচনা করিবে এবং এম. এস, এম. ফিল, পিএইচ.ডি. ও অন্যান্য গবেষণার ডিগ্রী প্রদানের ক্ষেত্রে সুপারিশ করিবে এবং দক্ষ শিক্ষাকমন্ডলী ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতির প্রাপ্যতা এবং উচ্চমানের শিক্ষাদান ও গবেষণা পরিচালনা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইবে; এবং

(৫) কার্যকর তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনার ব্যাবস্থাসহ প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা আছে এই মর্মে এডভান্সড স্টাডিজ বোর্ড সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত্ম কোন বিভাগকে কোন বিষয়ে পিএইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্য গবেষণা কার্য পরিচালনা করিবার অনুমতি দেওয়া হইবে না।

পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও ওয়ার্কস কমিটি

৬। পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও ওয়ার্কস কমিটি নিম্নবর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদন করিবে, যথাঃ-

(১) ঠিকাদার তালিকাভুক্তকরণ, দরপত্র বাছাই ও ঠিকাদারের সহিত চুক্তি সম্পাদন;

(২) পূর্ত প্রকল্পসমূহের বাস্ত্মবায়ন, পূর্ত কর্মসমূহের অগ্রগতি পর্যবেড়ণ ও সমন্বয় সাধন; এবং

(৩) ভাইস-চ্যান্সেলর অথবা সিন্ডিকেট কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য কার্যাদি সম্পাদন।

বাছাই বোর্ড

৭। (১) অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপক নিয়োগের জন্য নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে বাছাই বোর্ড গঠিত হইবে, যথাঃ-

(ক) ভাইস-চ্যান্সেলর, যিনি ইহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত দুইজন সদস্য;এবং

Copyright @ Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.

(গ) অপর কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যূন একজন বিশেষজ্ঞসহ চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত মোট তিনজন বিশেষজ্ঞ।

(২) সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষক নিয়োগের জন্য নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে বাছাই বোর্ড গঠিত হইবে, যথাঃ-

(ক) ভাইস-চ্যান্সেলর, যিনি ইহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) ট্রেজারার;

(গ) সিন্ডিকেট কর্তৃক অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা সংস্থা হইতে মনোনীত দুইজন সদস্য;

(ঘ) সংশিস্নষ্ট বিভাগের চেয়ারম্যান; এবং

(ঙ) সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত সংশিস্নষ্ট বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ।

(৩) রেজিস্ট্রার, গ্রন্থাগারিক সমপদমর্যাদাসম্পন্ন ও সমবেতনের অন্যান্য কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য নিম্নবর্ণিত সদস্যদের সমন্বয়ে বাছাই বোর্ড গঠিত হইবে, যথাঃ-

(ক) ভাইস-চ্যান্সেলর, যিনি ইহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) ট্রেজারার;

(গ) একাডেমিক কাউন্সিল কতৃক মনোনীত উহার একজন সদস্য;

(ঘ) সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত উহার একজন সদস্য;

(ঙ) যে পদে কর্মকর্তা নিয়োগ করা হইবে সেই পদ সংশিস্নষ্ট বিষয়ে সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত একজন বিশেষজ্ঞ; এবং

(চ) চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত একজন বিশিষ্ট শিড়্গাবিদ।

(৪) উপ-অনুচ্ছেদ (৩) এ উলিস্নখিত কর্মকর্তা ব্যতীত অন্যান্য কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য নিম্নবর্ণিত সদস্যদের সমন্বয়ে বাছাই বোর্ড গঠিত হইবে, যথাঃ-

(ক) ভাইস-চ্যান্সেলর, যিনি ইহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) ট্রেজারার;

(গ) একাডেমিক কাউন্সিল কতৃক মনোনীত উহার একজন ডীন;

(ঘ) সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত উহার একজন সদস্য, যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন চাকুরীতে নিয়োজিত নহেন; এবং

(ঙ) সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত একজন বিশেষজ্ঞ।

(৫) কর্মচারী নিয়োগের জন্য নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে বাছাই

Copyright @ Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.

বোর্ড গঠিত হইবে, যথাঃ-

(ক) ভাইস-চ্যান্সেলর, কিংবা তাহার মনোনীত কোন ব্যক্তি; যিনি ইহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) ট্রেজারার;

(গ) রেজিস্ট্রার;

(ঘ) সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত একজন বিশেষজ্ঞ; এবং

(ঙ) একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত উহার একজন সদস্য।

(৬) কোন বাছাই বোর্ডের মনোনীত কোন সদস্য দুই বৎসর মেয়াদে সদস্য পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, মেয়াদ শেষ হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন।

(৭) কোন বাছাই বোর্ডের সুপারিশের সহিত সিন্ডিকেট একমত না হইলে বিষয়টি উক্ত বোর্ড কর্তৃক চ্যান্সেলরের নিকট প্রেরণ করা হইবে এবং এই ব্যাপারে তাঁহার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৮) বাছাই বোর্ডের সুপারিশের ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী পদে নিয়োগদান করিবে।

(৯) বাছাই বোর্ড বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীকে বিশেষ সুবিধা প্রদানের বিষয়ে সিন্ডিকেটের নিকট সুপারিশ করিতে পারিবে।

ডরমিটরী

৮। (১) ডরমিটরীর তত্ত্বাবধায়ক ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক নির্ধারিত শর্তে ২ (দুই) বৎসর মেয়াদে নিযুক্ত হইবেন।

(২) সিন্ডিকেট, চ্যান্সেলরের অনুমোদনক্রমে, ডরমিটরীসমূহের নামকরণ করিবে।

হল

৯। (১) হলের প্রভোস্ট ও সহকারী প্রভোস্ট ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক নির্ধারিত শর্তে দুই বৎসর মেয়াদে নিযুক্ত হইবেন।

(২) সিন্ডিকেট, চ্যান্সেলরের অনুমোদনক্রমে হলসমূহের নামকরণ করিবে।

সম্মানসূচক ডিগ্রী

১০। কোন ব্যক্তিকে সম্মানসূচক ডিগ্রী প্রদানের কোন প্রস্তাব

Copyright @ Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.

একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক সিন্ডিকেটের নিকট প্রেরিত হইলে এবং সিন্ডিকেট প্রস্তাবটি অনুমোদন করিলে, উহা চ্যান্সেলরের নিকট চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পেশ করা হইবে এবং চ্যান্সেলর কর্তৃক প্রস্তাবটি অনুমোদিত হইলে সম্মানসূচক ডিগ্রী প্রদান করা হইবে।

রেজিস্ট্রারভুক্ত গ্রাজুয়েট

১১। (১) গ্রাজুয়েট হওয়ার পর কমপক্ষে পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন গ্রাজুয়েট পাঁচশত টাকা ফিস প্রদান করিয়া রেজিস্টারভুক্ত গ্রাজুয়েটদের রেজিস্টারে তাহার নাম অন্তর্ভুক্ত করার অধিকারী হইবেন।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) অনুযায়ী দরখাস্তকারী ব্যক্তিকে রেজিস্ট্রেশন ফিস প্রদানের তারিখ হইতে রেজিস্টারভুক্ত গ্রাজুয়েট হিসাবে তালিকাভুক্ত করা হইবে এবং উপ-অনুচ্ছেদ (৫) এর বিধান অনুযায়ী রেজিস্টারভুক্ত গ্রাজুয়েটদের রেজিস্টার হইতে তাঁহর নাম বাদ না দেওয়া পর্যন্ত তিনি অব্যাহতভাবে এইরূপ তালিকাভুক্ত থাকিবেন।

(৩) রেজিস্টারভুক্ত গ্রাজুয়েট হিসাবে তালিকাভুক্ত কোন ব্যক্তি পাঁচশত টাকা বার্ষিক ফিস প্রদান করিয়া রেজিস্টারভুক্ত গ্রাজুয়েটের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার অধিকারী হইবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন রেজিস্টারভুক্ত গ্রাজুয়েট তাহার নাম রেজিস্ট্রিকরণের প্রথম বৎসর হইতে ক্রমাগতভাবে পনের বৎসরের বার্ষিক ফিস প্রদান করিয়া থাকিলে তিনি আমরণ বা ইস্তাফা প্রদান না করা পর্যন্ত আর কোন ফিস প্রদান না করিয়াই রেজিস্টারভুক্ত গ্রাজুয়েট হিসাবে সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিতে পারিবেনঃ

আরও শর্ত থাকে যে, কোন রেজিস্টারভুক্ত গ্রাজুয়েট উপরিউক্তভাবে

রেজিস্টারভুক্ত হওয়ার পর যে কোন সময়ে বার্ষিক ফিস বাবদ একত্রে পাঁচ হাজার টাকা প্রদান করিয়া অনুরূপ ফিস প্রদানের তারিখ হইতে আমরণ বা ইস্তাফা প্রদান না করা পর্যন্ত আর কোন ফিস প্রদান না করিয়া রেজিস্টারভুক্ত গ্রাজুয়েটের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিতে পারিবেনঃ

আরও শর্ত থাকে যে, বকেয়া ফিস পরিশোধ না করার কারণে যাহার নাম রেজিস্টারভুক্ত গ্রাজুয়েটদের তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে, তিনি এককালীন পাঁচ হাজার টাকা পরিশোধ করিলে আজীবন সদস্যরূপে রেজিস্টারভুক্ত হইতে পারিবেন।

(৪) কোন রেজিস্টারভুক্ত গ্রাজুয়েট তাহার প্রদেয় বার্ষিক ফিস শিড়্যা বৎসরের যে কোন সময় প্রদান করিতে পারিবেন; তবে বিধান দ্বারা নির্ধারিত

Copyright @ Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.

তারিখের মধ্যে তিনি কোন শিড়্গা বৎসরে বকেয়া ফিস প্রদানে ব্যর্থ হইলে, তিনি সংশিস্নষ্ট শিড়্গা বৎসরে রেজিস্টারভুক্ত গ্রাজুয়েটের অধিকার প্রয়োগ বা সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার অধিকারী হইবেন না এবং তাহার নাম উক্ত তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইবে।

(৫) কোন রেজিস্টারভুক্ত গ্রাজুয়েট কোন শিড়্গা বৎসরে প্রদেয় বার্ষিক ফিস প্রদানে ব্যর্থ হইলে রেজিস্টারভুক্ত গ্রাজুয়েটদের তালিকা হইতে তাহার নাম বাদ দেওয়া হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, তিনি পরবর্তী শিড়্গা বৎসরে রেজিস্টারভুক্ত গ্রাজুয়েট হিসাবে পুনঃতালিকাভুক্ত হইতে পারিবেন যদি তিনি পুনঃতালিকাভুক্তির বৎসর পর্যন্ত সকল বকেয়া ফিস পরিশোধ করেন।

(৬) অধ্যাদেশ দ্বারা নির্ধারিত ফর্মে রেজিস্টারভুক্ত গ্রাজুয়েট হিসাবে তালিকাভুক্তি বা পুনরায় ভর্তির জন্য আবেদন করিতে হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, ফিস বাবদ পাঁচশত টাকা প্রদান করা না হইলে পুনঃতালিকাভুক্তি বা পুনঃভর্তির কোন আবেদন গ্রহণ করা হইবে না।

(৭) গ্রাজুয়েটদের তালিকাভুক্তি বা রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত সকল বিরোধ নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে গঠিত ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক নিষ্পত্তি করা হইবে, যথাঃ-

(ক) ভাইস-চ্যান্সেলর, যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত উহার একজন সদস্য; এবং

(গ) একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত উহার একজন সদস্য।

(৮) উপ-অনুচ্ছেদ (৭) এর অধীন গঠিত ট্রাইব্যুনালের কার্যপদ্ধতি তৎকর্তৃক স্থিরীকৃত হইবে।

(৯) তালিকাভুক্তি বা রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত সকল বিরোধ নিষ্পত্তিতে উপ-অনুচ্ছেদ (৭) এর অধীন গঠিত ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

(১০) রেজিস্টারভুক্ত গ্রাজুয়েটগণ অধ্যাদেশ দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ব্যবহার করার অধিকারী হইবেন।

অন্যান্য কর্মকর্তাগণের কর্তব্য

১২। আইনের ধারা ১০ এ বর্ণিত কর্মকর্তা ব্যতীত অন্যান্য কর্মকর্তাগণ অধ্যাদেশ দ্বারা নির্ধারিত এবং সিন্ডিকেট ও ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক ন্যাস্ত কর্তব্য পালন করিবেন।

শিড়্গাক্রম

১৩। এই আইনের বিধান অনুযায়ী একাডেমীক কাউন্সিল

Copyright © Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম প্রবিধান দ্বারা নির্ধারণ করিবেন।

পরিচালক (গবেষণা)

১৪। (১) ভাইস-চ্যান্সেলরের সুপারিশক্রমে, শিক্ষা ও গবেষণা প্রশাসনে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অধ্যাপক পদমর্যাদাসম্পন্ন শিক্ষকগণের মধ্য হইতে সিন্ডিকেট কর্তৃক দুই বৎসর মেয়াদে পরিচালক (গবেষণা) নিযুক্ত হইবেন;

(২) পরিচালক (গবেষণা) এর দায়িত্ব ও ক্ষমতা সিন্ডিকেট কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

পরিচালক (ভেটেরিনারি ক্লিনিক্স)

১৫। ভাইস-চ্যান্সেলরের সুপারিশক্রমে ভেটেরিনারি ক্লিনিক্স বিষয়ে অভিজ্ঞ অধ্যাপক পদমর্যাদাসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের মধ্য হইতে সিন্ডিকেট কর্তৃক ২ (দুই) বৎসর মেয়াদে পরিচালক (ভেটেরিনারি ক্লিনিক্স) নিযুক্ত হইবেন।

পরিচালক (ফার্ম)

১৬। ভাইস-চ্যান্সেলরের সুপারিশক্রমে প্রাণী, মৎস্য, কৃষি ও তৎসংশিস্নষ্ট খামার পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে অভিজ্ঞ ন্যূনতম সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদাসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের মধ্য হইতে সিন্ডিকেট কর্তৃক ২ (দুই) বৎসর মেয়াদে পরিচালক (ফার্ম) নিযুক্ত হইবেন।

পরিচালক (অর্থ ও হিসাব)

১৭। (১) ভাইস-চ্যান্সেলরের সুপারিশক্রমে, শিক্ষা প্রশাসন ও হিসাব কর্মকান্ডে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ন্যূনতম সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদাসম্পন্ন শিক্ষকগণের মধ্য হইতে সিন্ডিকেট কর্তৃক দুই বৎসর মেয়াদে পরিচালক (অর্থ ও হিসাব) নিযুক্ত হইবেন;

(২) পরিচালক (অর্থ ও গবেষণা) এর দায়িত্ব ও ক্ষমতা সিন্ডিকেট কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

পরিচালক (ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা)

১৮। (১) ভাইস-চ্যান্সেলরের সুপারিশক্রমে, শিক্ষা প্রশাসনে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ন্যূনতম সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদাসম্পন্ন শিক্ষকগণের মধ্য হইতে সিন্ডিকেট কর্তৃক দুই বৎসর মেয়াদে পরিচালক (ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা) নিযুক্ত হইবেন।

(২) পরিচালক (ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা) ভাইস-চ্যান্সেলরের নিয়ন্ত্রণে থাকিয়া ছাত্রদের শৃ□খলা এবং শিক্ষা সহায়ক বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ প্রদান, তত্ত্বাবধান এবং সার্বিক কল্যাণ বিধান করিবেন।

(৩) পরিচালক (ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা) এর দায়িত্ব ও ক্ষমতা সিন্ডিকেট কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

পরিচালক (বহিরাঙ্গন

১৯। ভাইস-চ্যান্সেলরের সুপারিশক্রমে, শিক্ষা ও গবেষণা প্রশাসনে

Copyright @ Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.

কার্যক্রম) অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ন্যূনতম সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদাসম্পন্ন শিক্ষাকগণের মধ্য হইতে সিন্ডিকেট কর্তৃক দুই বৎসর মেয়াদে পরিচালক (বহিরাঙ্গন কার্যক্রম) নিযুক্ত হইবেন।

(২) পরিচালক (বহিরাঙ্গন কার্যক্রম) এর দায়িত্ব ও ক্ষমতা সিন্ডিকেট কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

পরিচালক (শরীরচর্চা) **২০।** বাছাই কমিটির সুপারিশক্রমে ক্রীড়া ও শরীরচর্চা বিষয়ে অভিজ্ঞতা ও শারীরিক যোগ্যতাসম্পন্ন নবনিয়োগের মাধ্যমে কিংবা সমমর্যাদার শরীরচর্চা বিষয়ক কর্মকর্তা সিন্ডিকেট কর্তৃক পরিচালক (শরীরচর্চা) নিযুক্ত হইবেন।

প্রক্টর **২১।** (১) ভাইস-চ্যান্সেলরের সুপারিশক্রমে, শিক্ষা প্রশাসনে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ন্যূনতম সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদাসম্পন্ন শিক্ষাকগণের মধ্য হইতে সিন্ডিকেট কর্তৃক দুই বৎসর মেয়াদে প্রক্টর নিযুক্ত হইবেন।

(২) প্রক্টরের দায়িত্ব ও ক্ষমতা সিন্ডিকেট কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

সহকারী প্রক্টর **২২।** (১) ভাইস-চ্যান্সেলরের সুপারিশক্রমে, শিক্ষা প্রশাসনে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ন্যূনতম সহকারী অধ্যাপক পদমর্যাদাসম্পন্ন শিক্ষাকগণের মধ্য হইতে সিন্ডিকেট কর্তৃক দুই বৎসর মেয়াদে সহকারী প্রক্টর নিযুক্ত হইবেন।

(২) সহকারী প্রক্টর, প্রক্টরের নিয়ন্ত্রণে থাকিয়া প্রক্টরকে সহযোগিতা করিবেন।

(৩) সহকারী প্রক্টরের অন্যান্য দায়িত্ব ও ক্ষমতা সিন্ডিকেট কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

প্রভোস্ট **২৩।** (১) ভাইস-চ্যান্সেলরের সুপারিশক্রমে, শিক্ষা প্রশাসনে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ন্যূনতম সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদাসম্পন্ন শিক্ষাকগণের মধ্য হইতে সিন্ডিকেট কর্তৃক দুই বৎসর মেয়াদে প্রভোস্ট নিযুক্ত হইবেন।

(২) প্রভোস্ট ভাইস-চ্যান্সেলরের নিয়ন্ত্রণে থাকিয়া আবাসিক হল প্রশাসনের নির্বাহী কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৩) প্রভোস্টের অন্যান্য দায়িত্ব ও ক্ষমতা সিন্ডিকেট কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

সহকারী প্রভোস্ট **২৪।** (১) ভাইস-চ্যান্সেলরের সুপারিশক্রমে, শিক্ষা প্রশাসনে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ন্যূনতম সহকারী অধ্যাপক পদমর্যাদাসম্পন্ন শিক্ষাকগণের মধ্য হইতে সিন্ডিকেট কর্তৃক দুই বৎসর মেয়াদে সহকারী প্রভোস্ট নিযুক্ত হইবেন।

(২) সহকারী প্রভোস্ট, প্রভোস্ট এর নিয়ন্ত্রণে থাকিয়া আবাসিক হল প্রশাসনের প্রভোস্টকে সহযোগিতা করিবেন।

Copyright © Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.

(৩) সহকারী প্রভোস্টের অন্যান্য দায়িত্ব ও ক্ষমতা সিন্ডিকেট কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

আর্থিক সুবিধা

২৫। বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সকল দায়িত্বের জন্য আর্থিক সুবিধা প্রদান করা যাইবে সেই ধরনের একাধিক দায়িত্ব একসংগে কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে প্রদান করা যাইবে না।

আনুতোষিক

২৬। কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী অন্যূন পাঁচ বৎসর কিন্তু দশ বৎসরের কম চাকুরী করার পর চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ বা পদত্যাগ করিলে বা পদ অবলুপ্তির কারণে তাঁহার চাকুরির অবসান ঘটিলে বা তাঁহার মৃত্যু হইলে, তাঁহাকে বা ক্ষেত্রমত, তাঁহার পরিবারকে তিনি যত বৎসরের চাকুরী করিয়াছেন উহার প্রতি পূর্ণ বৎসরের জন্য দুই মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ আনুতোষিক হিসাবে প্রদান করা হইবে।

অবসর

২৭। (১) বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী ৬০ (ষাট) বৎসর বয়স পূর্তিতে অবসর গ্রহণ করিবেন।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, চ্যান্সেলরের পূর্বানুমোদনক্রমে সিন্ডিকেট প্রয়োজনবোধে কোন শিক্ষকের চাকুরীর মেয়াদ ৬৫ (পঁয়ষট্টি) বৎসর বয়স পর্যন্ত বৃদ্ধি করিতে পারিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন শিক্ষকের অবসরজনিত সুবিধাদি প্রদানের ক্ষেত্রে বর্ধিত মেয়াদ গণ্য করা যাইবে না।

অবসর ভাতা

২৮। কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী অন্যূন দশ বৎসর চাকুরী করার পর অবসর গ্রহণ করিলে অথবা তাঁহার মৃত্যু হইলে বা পদ অবলুপ্তির কারণে তাঁহার চাকুরির অবসান ঘটিলে, কোন সরকারী কর্মকর্তা বা কর্মচারীগণের জন্য সরকার সময় সময় অবসর ভাতার যে হার নির্ধারণ করে সেই হারে এবং উহা প্রদানে নির্ধারিত পদ্ধতিতে তাঁহাকে বা, তাঁহার মৃত্যু হইলে, তাঁহার পরিবারকে অবসর ভাতা প্রদান করা হইবে।

Copyright @ Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.

সাধারণ ভবিষ্য তহবিল

২৯। (১) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিড়্গাক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য একটি সাধারণ ভবিষ্য তহবিল গঠন করিবে এবং শিড়্গাক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর বিধান মোতাবেক উক্ত তহবিলে চাঁদা প্রদান করিবেন।

(২) সরকার কর্তৃক উহার শিড়্গাক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ভবিষ্য তহবিল সম্পর্কে প্রণীত বিধিমালা, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিড়্গাক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ড়্গেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

পূর্বে গঠিত ভবিষ্য তহবিলের কার্যকারিতা বিলোপ

৩০। এই সংবিধি প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে কলেজ কর্তৃক গঠিত কোন ভবিষ্য তহবিলের কার্যকারিতা এই সংবিধি প্রবর্তনের সংগে সংগে বন্ধ হইয়া যাইবে এবং উক্ত তহবিলে জমাকৃত সকল অর্থ ও উহার উপর অর্জিত সুদসহ অনুচ্ছেদ ২৯ অনুযায়ী গঠিত সাধারণ ভবিষ্য তহবিলে স্থানান্তরিত হইবে।

কল্যাণ তহবিল, ট্রাস্ট্রি বোর্ড ও তহবিল ব্যবস্থাপনা

৩১। (১) সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শিড়্গাক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী কল্যাণ তহবিল, অতঃপর কল্যাণ তহবিল বলিয়া উলিস্নখিত, নামে একটি তহবিল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গঠিত হইবে এবং তহবিল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিড়্গাক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং তাঁহাদের পরিবারের কল্যাণের জন্য ব্যবহৃত হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উপ-অনুচ্ছেদ (২) অনুসারে যে সকল ব্যক্তি কর্তৃক কল্যাণ তহবিলে চাঁদা প্রদানের প্রয়োজন নাই তাঁহারা, বিশেষ কারণে কোন ড়্গেত্রে ট্রাস্ট্রি বোর্ড কর্তৃক কোন সুবিধা বা মঞ্জুরী প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত না হইলে, উক্ত তহবিল হইতে কোন সুবিধা বা মঞ্জুরী লাভের অধিকারী হইবেন না।

(২) বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিড়্গাক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী বিনা বেতনে ছুটিকালীন সময় ব্যতীত কর্মরত থাকাকালীন সকল সময়ের জন্য মাসিক ভিত্তিতে কল্যাণ তহবিলে চাঁদা প্রদান করিবেন, তবে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ কর্তৃক কোন চাঁদা প্রদেয় হইবে না, যথাঃ-

(ক) ষাট বৎসরের বেশী বয়সের নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি;

(খ) সরকার কর্তৃক প্রেষণে নিয়োজিত ব্যক্তি;

(গ) খন্ডকালীন ভিত্তিতে নিয়োজিত ব্যক্তি;

(ঘ) অস্থায়ী ভিত্তিতে অথবা ছুটিজনিত শূন্য পদে নিয়োজিত ব্যক্তি;

(ঙ) সরকার বা কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইতে পেনশনভোগী ব্যক্তি।

(৩) কল্যাণ তহবিলে চাঁদা প্রদানের হার হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ-

(ক) শিড়্গাক, মূল বেতনের ১%;

(খ) প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তা, মূল বেতনের ১%;

Copyright @ Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs Bangladesh.

(গ) তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী, মূল বেতনের ০·২৫%;

(ঘ) চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী, মূল বেতনের ০.১২৫%ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, ট্রাস্টি বোর্ড, সময় সময়, সিন্ডিকেটের সম্মতিক্রমে, উক্ত হার পরিবর্তন করিতে পারিবে।

(৪) নিম্নবর্ণিত উৎসগুলি হইতে প্রাপ্ত অর্থ সমন্বয়ে কল্যাণ তহবিল গঠিত হইবে, যথাঃ-

(ক) শিড়াক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের মাসিক বেতন বিল হইতে তহবিলের চাঁদা হিসাবে আদায়কৃত অর্থ;

(খ) বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রাপ্ত অনুদান;

(গ) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(ঘ) কল্যাণ তহবিলের অর্থ বিনিয়োগের ফলেপ্রাপ্ত মুনাফা এবং সুদসহ সকল আয়।

(৫) কোন তফসিলি ব্যাংকে কল্যাণ তহবিলের নামে একটি হিসাব খাত খুলিয়া তহবিলের সকল অর্থ উক্ত হিসাবে জমা করিতে হইবে; ট্রাস্টি বোর্ড হইতে ড়ামতাপ্রাপ্ত এক বা একাধিক ব্যক্তি ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও তৎকর্তৃক আরোপিত কোন শর্ত থাকিলে তাহা সাপেড়ে, উক্ত হিসাব হইতে টাকা উত্তোলনসহ উহা পরিচালনার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় কার্যাদি সম্পন্ন করিবেন; তহবিলের টাকা প্রতিমাসের প্রথমার্ধে উক্ত হিসাবে জমা করিতে হইবে।

(৬) ট্রেজারার প্রতি অর্থ বৎসরে কল্যাণ তহবিলের সুবিধাভোগীগণকে প্রদেয় অর্থের সম্ভাব্য পরিমাণ আনুমানিক হিসাবের ভিত্তিতে নির্ধারণ করিবেন এবং উক্ত পরিমাণ অর্থ সিন্ডিকেট কর্তৃক নির্ধারিত সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ করিতে হইবে; এই বিনিয়োগ বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে হইবে, তবে কোন সিকিউরিটিতে কি পরিমাণ অর্থ কি শর্তে বিনিয়োগ করা হইবে তাহা ট্রাস্টি বোর্ড নির্ধারণ করিবে।

(৭) ট্রেজারার, অর্থ কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে, তহবিলের সকল অর্থের হিসাব-নিকাশ সুস্পষ্টভাবে রড়াণ করিবেন এবং উক্ত হিসাব-নিকাশ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য হিসাব-নিকাশের ন্যায় একই সঙ্গে সরকারী নিরীড়াকগণ কর্তৃক নিরীড়িাত হইবে, তবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপড়া এই তহবিলের হিসাব-নিকাশের প্রাক্ নিরীড়্যা করিতে পারিবে।

(৮) নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে গঠিত একটি ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক কল্যাণ তহবিল পরিচালিত হইবে, যথাঃ-

(ক) ভাইস-চ্যান্সেলর, যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

Copyright @ Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.

(খ) সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত সিন্ডিকেটের একজন সদস্য;

(গ) ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত দুইজন সদস্য;

(ঘ) রেজিস্ট্রার; এবং

(ঙ) ট্রেজারার, যিনি উহার সদস্য সচিবও হইবেন।

(৯) ট্রাস্টি বোর্ডের সভা উহার চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে ও স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে।

(১০) কল্যাণ তহবিল ব্যবস্থাপনা তহবিলের অর্থ ও অন্যান্য সম্পদের যথাযথ প্রয়োগ ও ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য সংশিস্নষ্ট ব্যয়সহ প্রয়োজনীয় ও আনুষঙ্গিক সকল কাজ করিবার বা করাইবার ক্ষমতা ট্রাস্টি বোর্ডের থাকিবে এবং ট্রাস্টি বোর্ড এই আইন, অধ্যাদেশ এবং সংবিধি অনুসারে এই ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে।

(১১) নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে তহবিল হইতে আর্থিক মঞ্জুরী প্রদান করা যাইবে, যথাঃ-

(ক) বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী দৈহিক বা মানসিক বৈকল্যের কারণে চাকুরীচ্যুত হইলে, তাঁহাকে অথবা তাঁহার মৃত্যু হইলে, তাঁহার পরিবারকে;

(খ) চাকুরীরত থাকাকালে কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারীর মৃত্যু হইলে, তাঁহার পরিবারকে;

(গ) কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বয়স ষাট বৎসর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই তিনি অবসর গ্রহণ করিলে, তাঁহাকে বা তাঁহার পরিবারকে;

(ঘ) শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারীদের জন্য কল্যাণকর হয় এমন যে কোন উদ্দেশ্যে, যাহা ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হইবে, তবে শর্ত থাকে যে,-

(অ) এইরূপ আর্থিক মঞ্জুরী অনধিক দশ বৎসর মেয়াদের জন্য প্রদেয় হইবে অথবা উক্ত শিক্ষক কর্মকর্তা বা কর্মচারী জীবিত থাকিলে যে তারিখে তাঁহার বয়স ষাট বৎসর পূর্ণ হইবে সেই তারিখ পর্যন্ত্ম এই দুইয়ের মধ্যে যে মেয়াদ কম হয় সেই মেয়াদের জন্য;

(আ) কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী আর্থিক মঞ্জুরী আংশিকভাবে উত্তোলন করিবার পর মৃত্যুবরণ করিলে যে দিন তিনি উক্ত মঞ্জুর প্রথম উত্তোলন করিয়াছিলেন সেই দিন হইতে উক্ত দশ বৎসর মেয়াদ গণনা করা

Copyright @ Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs Bangladesh.

হইবে;

(ই) কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারীর পরিবার যাহাতে এই উপ-অনুচ্ছেদের অধীন আর্থিক মঞ্জুরীর সুবিধা গ্রহণ করিতে পারেন বা তদুদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার চাকুরীতে বহাল থাকাকালেই ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ছকে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন প্রদান করিতে পারিবেন এবং উক্ত মনোনীত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ পরিবারের পড়ো আর্থিক মঞ্জুরী গ্রহণ করিতে পারিবেন; এবং কোন ক্ষেত্রে এইরূপ মনোনয়ন না থাকিলে ট্রাস্টি বোর্ড এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে।

(১২) এই অনুচ্ছেদ অনুসারে যে সকল বিষয় ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হইবে সেই সকল বিষয়ে এবং এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্যে বাস্তবায়নকল্পে ট্রাস্টি বোর্ড লিখিত আদেশ দ্বারা প্রয়োজনীয় ও আনুষঙ্গিত বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

কর্তৃপক্ষের সভার কোরাম

৩২। অন্য কোনভাবে কর্তৃপক্ষের সভার কোরাম নির্ধারণ করা না থাকিলে, প্রত্যেক কর্তৃপক্ষের সভায় উহার মোট সদস্য সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের উপস্থিতি দ্বারা সংশিস্নষ্ট সভার কোরাম হইবে এবং এই ব্যাপারে প্রত্যেক ভগ্নাংশকে পূর্ণ সংখ্যা হিসাব গণনা করা হইবে।

সংবিধির ব্যাখ্যা

৩৩। এই সংবিধির কোন বিধানের ব্যাখ্যার প্রয়োজন দেখা দিলে বিষয়টির উপর সিন্ডিকেটের প্রতিবেদনসহ উহা চ্যান্সেলরের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে এবং এতদ্‌বিষয়ে চ্যান্সেলরের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

Copyright @ Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.